Print Media Coverage:

ত্রাণে ব্যয়ের সওয়াল

নিজস্ব সংবাদদাতা

করোনা পরিস্থিতিতে আর্থিক সঙ্কট কাটাতে কেন্দ্রের কাছে আরও ত্রাণ ঘোষণার দাবি উঠছে। মঙ্গলবার বেঙ্গল চেম্বারের ওয়েবিনারে ত্রাণের পাশাপাশি পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য প্রয়োজনে সরকারকে ঋণ নিয়েও খরচ করতে হবে বলে জানালেন অর্থনীতিবিদদের একাংশ। তাঁদের সওয়াল, উৎপাদন পুরোদস্তুর চালুর জন্য লকডাউন তোলা হোক পুরোপুরি। বিলগ্নিকরণে গতি এনে কোষাগার ভরানোয় জোর দিক কেন্দ্র।

এ দিন ভারতে জেপি মর্গ্যানের মুখ্য অর্থনীতিবিদ এবং পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য সাজ্জিদ শিনয় বলেন, পরিকাঠামোয় খরচের জন্য কেন্দ্র ধার করলেও, তা আখেরে ভাল ফল দেবে। তবে এর জেরে জিডিপির সাপেক্ষে ঋণ ৮৫% হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন তিনি। স্টেট ব্যাঙ্ক গোষ্ঠীর মুখ্য অর্থনীতিবিদ সৌম্যকান্তি ঘোষের মতে, করোনার আবহেও গ্রামীণ অর্থনীতির অবস্থা তুলনায় ভাল। কৃষিপণ্য রফতানি বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে ভারতের সামনে। সে জন্য জাতীয় পরিকাঠামো পুনর্গঠন তহবিল গঠন জরুরি।

বন্ধন ব্যাঙ্কের এমডি চন্দ্রশেখর ঘোষের আবার মত, ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক না-হওয়ায় শ্রমিকেরা কাজে আসতে পারছেন না। ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন। এই অবস্থায় ব্যাঙ্কগুলিও ঋণ দিতে ভরসা পাবে না। তাঁর মতে, ত্রাণ প্রকল্প ঘোষণার সঙ্গেই অর্থনীতিতে প্রাণ ফেরাতে লকডাউন পুরোপুরি ওঠা জরুরি।

Anandabazar

কেন্দ্রীয় সহায়তার দাবি বণিকসভার

এই সময়: করোনা আক্রান্ত অর্থনীতিকে সুস্থ করে তুলতে কেন্দ্রের তরফে আরও আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন বলেই মত বিশেষজ্ঞদের। এর পাশাপাশি কলকারখানাগুলির উৎপাদন বাড়ানোর উপরেও জোর দিতে হবে। মঙ্গলবার বণিকসভা বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির 'আনলকিং দ্য নিউ নর্মাল ইন্ডিয়ান ইকোনমি' শীর্ষক এক ওয়েবিনারে এ কথা জানান ব্যাঙ্কার থেকে শুরু করে অর্থনীতিবিদ প্রত্যেকেই। শুধু তাই নয়, দেশের পরিকাঠামো; কৃষি এবং পরিষেবা ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য একটি 'ন্যাশনাল রিনিউয়াল ফান্ড' তৈরির প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসংস্থাগুলির আর্থিক সহায়তার কাজেও ওই ফান্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।

এ দিনের আলোচনাসভায় মূল্যবৃদ্ধিতে রাশ টানা এবং বৃদ্ধিতে জোর দেওয়ার প্রসঙ্গ তোলা হয়। করোনা মহামারীর মোকাবিলায় দেশ জুড়ে লকডাউন ঘোষণার কারণে অর্থনীতির গতি মার খেয়েছে এবং সে কারণে চলতি অর্থবর্ষের এপ্রিল-জুন পর্বে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ঐতিহাসিক সর্বনিম্ন মাত্রা—২৩.৯ শতাংশ সঙ্কুচিত হয়েছে বলেই দাবি।

ভারতে জে পি মর্গ্যানের মুখ্য অর্থনীতিবিদ ডক্টর সাজ্জিদ জেড শিনয় বলেন, 'আর্থিক সহযোগিতার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।' বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে অর্থনীতির স্বাভাবিক বৃদ্ধির উপরেই জোর দিয়েছেন তিনি। তা হলে জাতীয় বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশ হতে পারে বলেই অনুমান সাজ্জিদের।

টানা পাঁচ মাস ধরে প্রায় স্তব্ধ হয়ে থাকা অর্থনীতিকে ফের ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করার বিষয়ে আগ্রহী বন্ধন ব্যাঙ্কের সিইও চন্দ্রশেখর ঘোষের মতে, 'যত দ্রুত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করা যাবে তত দ্রুত তা ফের আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনার সুযোগ পাবে কেন্দ্র। দেশের শহরগুলির তুলনায় গ্রামীণ অর্থনীতি অনেক ভালো জায়গায় রয়েছে।'

অন্যদিকে, ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক গোষ্ঠীর মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সৌম্যকান্তি ঘোষ মনে করেন, নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারকে নিত্য নতুন উদ্ভাবনার প্রয়োগ করতে হবে। তা হলেই আর্থিক স্থিতিশীলতা ফেরত আসবে।'

Ei Samay

Debt-GDP ratio forecast at 90%

A STAFF REPORTER

Calcutta: The debt to gross domestic product ratio could widen to around 85-90 per cent for India in a post Covid-19 period from around 70 per cent in the pre-Covid period.

According to Sajjid Z. Chinoy, chief Indian economist of JP Morgan and member of the advisory council to the 15th Finance Commission, the central government must do the heavy lifting in terms of fiscal spending.

"The approach I would prefer is to have a large infrastructure stimulus over the next 12-18 months. This will boost aggregate demand, crowd in private investment, create jobs and help medium term growth," said Chinoy at an event organised by the Bengal Chamber or Commerce and Industry.

He added that the stimulus could be financed through aggressive asset sale over the next two to three years so that it is fiscally neutral.

Chinoy said the challenge for the government would be to maintain fiscal sustainability after the Covid-19 pandemic.

"We expect debt to GDP ratio to go up to 85-90 per cent after the crisis and that will not be easy to control. The key point to realise is that medium term debt dynamics depend crucially on medium term growth. If India gets stuck in a 5 per cent growth trajectory, even if we are fiscally cautious, the debt to GDP ratio will keep rising," he said, adding that a 7-10 per cent growth rate can stabilise the debt to GDP ratio.

Motilal Oswal in a report had estimated that India's general government (Centre + states) debt rose to 75 per cent of GDP in 2019-20 from 70 per cent in 2017-18.

The Telegraph

'Debt-GDP ratio may rise further'

Kolkata: There is a chance of fiscal widening and a further rise of debt-to-GDP ratio from the current 70% to 85%, said Sajjid Z Chinoy, chief Indian economist, J P Morgan, and member of the advisory council to the 15th Finance Commission.

Addressing a webinar organised by BCC&I, he focused on the gradual recovery of the economy through aggressive asset sale and target growth rate of around 7%.

Soumya Kanti Ghosh, group chief economic adviser, SBI, said the government should adopt an innovative approach to policy-making through a coordinated approach with RBI, which will bring back financial stability to the market. TNN

Times of India

Digital Media Coverage:

1. https://www.moneycontrol.com/news/business/growth-needed-for-recovery-will-take-time-infrastructure-stimulus-required-experts-5900971.html

2. https://www.outlookindia.com/newsscroll/growth-needed-for-recovery-will-take-time-infra-stimulus-required--experts/1945274

3. http://www.uniindia.com/~/fiscal-stimulus-path-to-recovery/States/news/2182058.html

4. https://www.theweek.in/wire-updates/business/2020/09/29/ccm4-biz-growth.html

5. https://thenewsstand.in/growth-needed-for-recovery-will-take-time-infra-stimulus-required-experts/